৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

বাংলা ভাষা

লেকচার: ০২

টপিক:
সন্ধি, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান, সমার্থক শব্দ।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

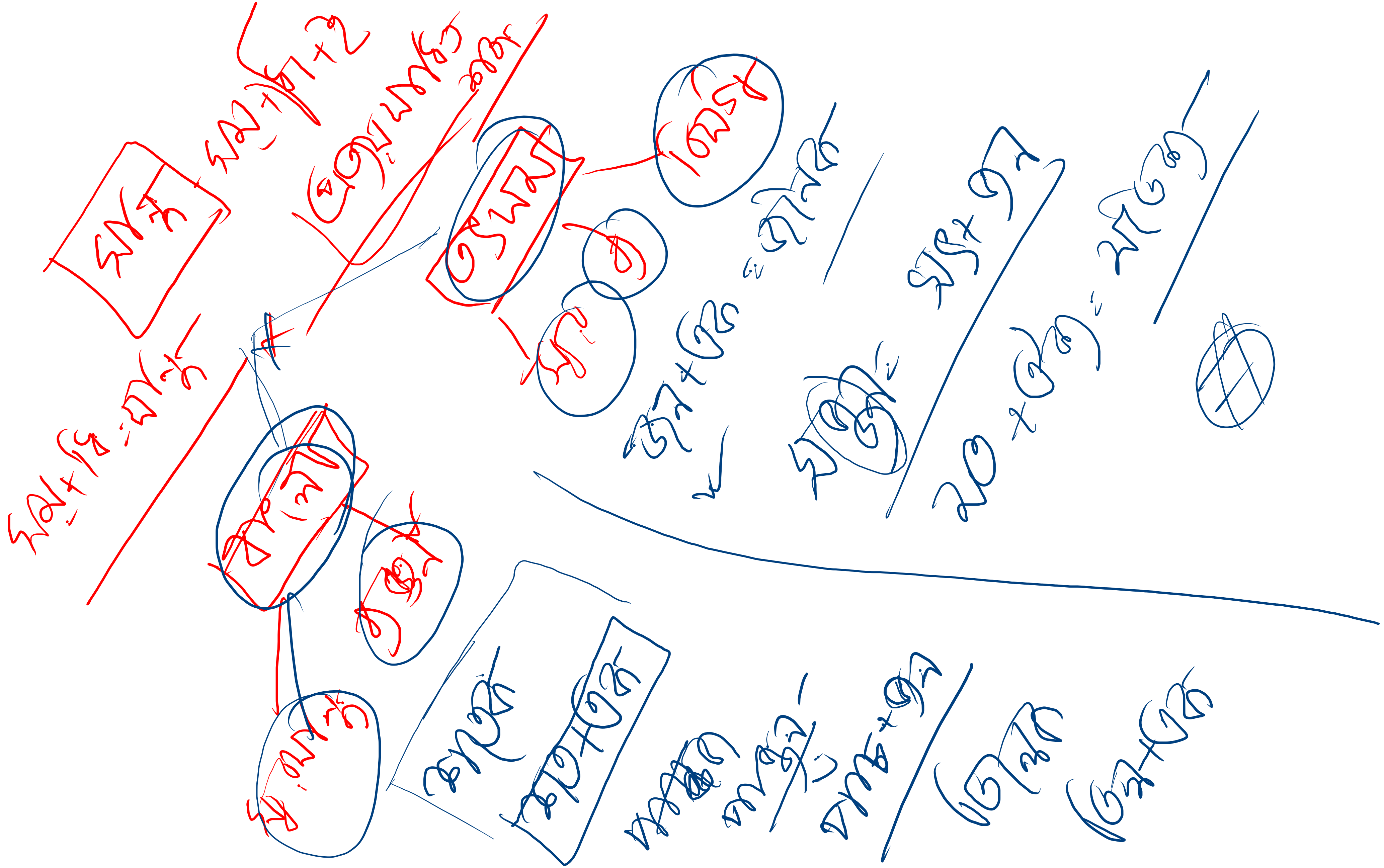

সন্ধি

- ✓ সন্ধি = সম্ + ধি [সন্ধিজাত শব্দ]
- ✓ সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়
- ✓ সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন (পাশাপাশি দু'টি ধ্বনি বা বর্ণের মিলন)।

সন্ধির উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

- (ক) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
- (খ) স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা।
- (গ) একটি বর্ণ লোপ পায়।
- (ঘ) একটি বর্ণ বদলে যায়।
- (ঙ) দুটি বর্ণ মিলে একটি বর্ণে মিলিত হয়।
- (চ) পাশাপাশি উভয় বর্ণের মিলনে একটি নতুন বর্ণের সৃষ্টি হয়।
- (ছ) বাংলা অব্যয় পদের কোনো সন্ধি হয় না।

সন্ধি

- সন্ধি
  - বাংলা সন্ধি
    - স্বরসন্ধি
    - ব্যঞ্জন সন্ধি
  - তৎসম সন্ধি
    - স্বরসন্ধি
    - ব্যঞ্জন সন্ধি
    - বিসর্গ সন্ধি

সন্ধি

✪ স্বরসন্ধি

❖ অ/আ + অ/আ = আ

নর + অধম = নরাধম [অ+অ=আ]

হিম + আলয় = হিমালয় [অ + আ = আ]

আশা + অতীত = আশাতীত [আ + অ =আ]

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় [আ + আ = আ]

উদাহরণ : কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ, হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত, দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন, আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ ইত্যাদি।

❖ ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

অতি + ইত = অতীত [ই + ই = ঈ]

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা [ই + ঈ = ঈ]

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র [ঈ + ই = ঈ]

উদাহরণ : গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, পৃথ্বীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

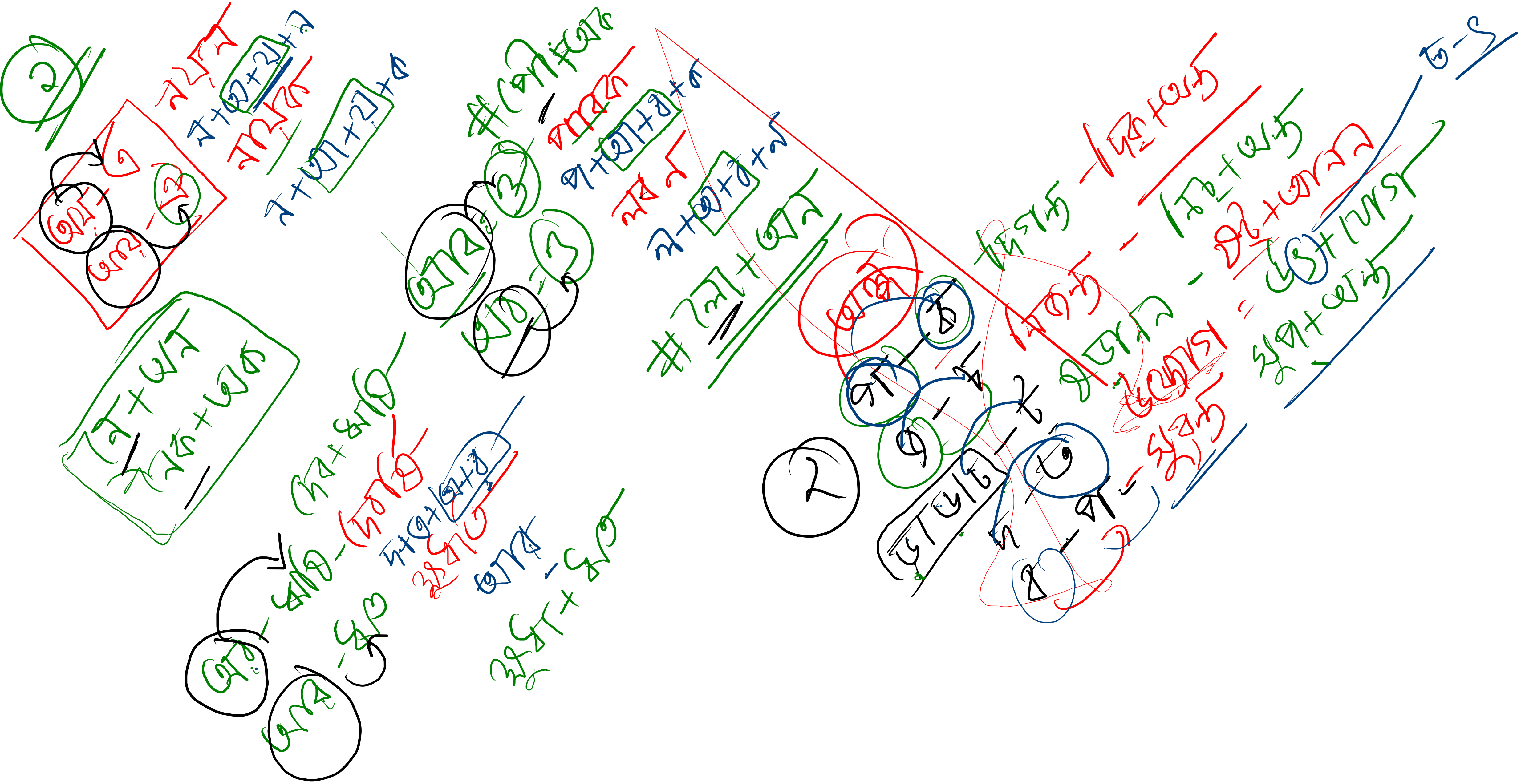

সন্ধি

❖ উ-কার কিংবা ঊ-কারের সঙ্গে উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ　　মরু (উ) + (উ) উদ্যান = মরূদ্যান (ঊ), কটূক্তি, সূক্তি

উ + ঊ = ঊ　　বহু (উ) + (ঊ) ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব (ঊ), তরূর্ধ্ব

ঊ + উ = ঊ　　বধূ (ঊ)+ (উ) উক্তি = বধূক্তি (ঊ), বধূৎসব

ঊ + ঊ = ঊ　　ভূ (ঊ) + (ঊ) ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব (ঊ), লঘূর্মি

❖ অ–কার কিংবা আ–কারের পর ই–কার কিংবা ঈ–কার থাকলে উভয়ে মিলে এ–কার হয়; এ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন –

অ + ই = এ　　শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

আ + ই = এ　　যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ　　পরম + ঈশ = পরমেশ।

আ + ঈ = এ　　মহা + ঈশ = মহেশ।

উদাহরণ : পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

সন্ধি

❖ অ–কার কিংবা আ–কারের পর উ–কার কিংবা ঊ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ও–কার হয়; ও–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন –

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

উদাহরণ : নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

❖ অ–কার কিংবা আ–কারের পর ঋ–কার থাকলে উভয় মিলে 'অর' হয় এবং তা রেফ (´) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন –

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি।

আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষি।

উদাহরণ : অধমর্ণ, উত্তমমর্ণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৩ সন্ধি

স্বর, ব্যঞ্জন, বিসর্গ

অতি + অন্ত — অত্যন্ত

প্রতি + এক — প্রত্যেক

সু + আগত — স্বাগত

পিতৃ + আলয় — পিত্রালয়

মনু + অন্তর — মন্বন্তর

৪ ব্যঞ্জন সন্ধি

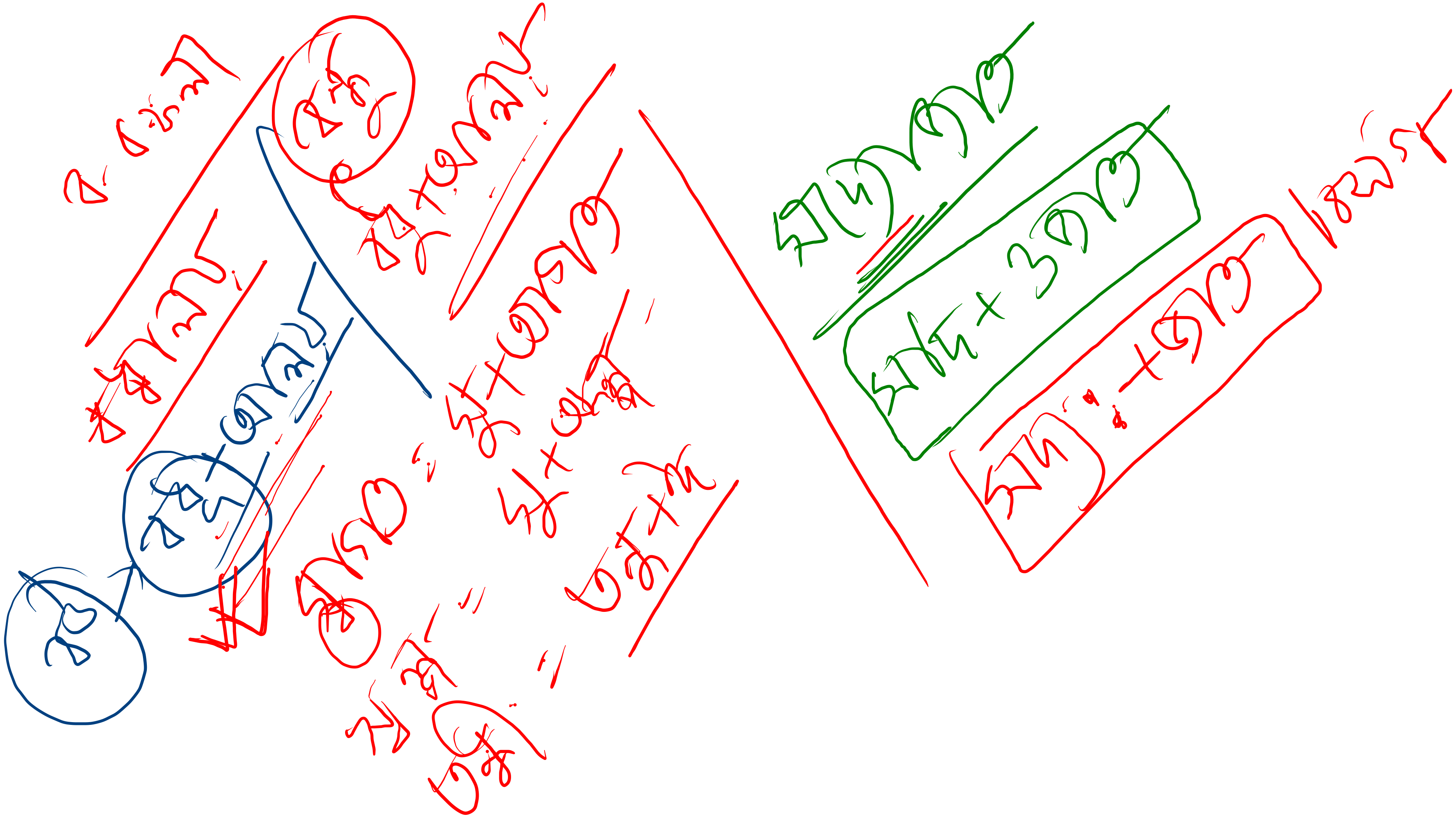

প্রক্রিয়া ১ ২য়

চ্চ উচ্চারণ – উৎ + চারণ

জ্জ উজ্জ্বল – উৎ + জ্বল

জ্জ সজ্জন → সৎ + জন

ল্ল উল্লাস → উৎ + লাস

ন্ন উন্নয়ন – উৎ + নয়ন

ড্ড উড্ডীন – উৎ + ডীন

বিপজ্জনক – ~~বি~~ বিপদ + জনক

বিপদ্ + জনক

অনাকাঙ্ক্ষিত

অন্ + আকাঙ্ক্ষিত

সন্ধি

- ❖ অ–কার কিংবা আ–কারের পর 'ঋত'–শব্দ থাকলে (অ, আ+ ঋ)উভয় মিলে 'আর' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন –

অ + ঋত = আর   শীত + ঋত = শীতার্ত।

আ + ঋত = আর   তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত।

উদাহরণ : ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

- ❖ অ/আ + এ/ঐ = ঐ

হিত + এষী = হিতৈষী [অ + এ=ঐ]

তথা + এব = তথৈব [আ + এ = ঐ]

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য [আ + ঐ = ঐ]

উদাহরণ : জনৈক, সদৈব, মতৈক্য, সর্বৈব ইত্যাদি।

সন্ধি

❖ অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয় মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন –

অ + ও = ঔ বন + ওষধি = বনৌষধি।

আ + ও = ঔ মহা + ওষধি = মহৌষধি।

অ + ঔ = ঔ পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ঔ = ঔ মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

❖ ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য (্য) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়।

ই + অ = য্ + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।

ঈ + আ = য্ + আ মসী + আধার = মস্যাধার।

ই + এ = য্ + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ঈ + অ = য্ + অ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।

উদাহরণ : প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যন্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

সন্ধি

❖ উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ- কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ (যেমন – অ, আ, ই, ঈ, ইত্যাদি) থাকলে উ-কার বা ঊ-কারের স্থলে ব-ফলা হয় এবং পরের স্বরধ্বনি আগের ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।

উ + অ = ব (ব-ফলাতে রূপান্তরিত হয়) সু (উ) + (অ) অল্প = স্বল্প (ব্ + অ)

উ + ই = বি অনু (উ) + (ই) ইত = অন্বিত (ব্ + ই)

উ + ঈ = বী তনু (উ) + ঈ = তন্বী (ব্ + ঈ)

❖ ঋ –কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র' হয় এবং তা র –ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন – পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

❖ এ, ঐ, ও, ঔ–কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ ; নে + অন = নয়ন; শে + অন = শয়ন

ঐ + অ = আয় + অ ; নৈ + অক = নায়ক; গৈ + অক = গায়ক

ও + অ = অব + অ ; পো + অন = পবন; লো + অন = লবণ

ঔ + অ = আব্ + অ ; পৌ + অক = পাবক।

ও + আ = অব্ + আ ; গো + আদি = গবাদি।

সন্ধি

❖ কতগুলো সন্ধিজাত শব্দ সন্ধির কোনো নিয়ম অনুসরণ করে না। এগুলোকে বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন:

কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়);

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়;

গো + অস্থি = গবাস্থি;

সার + অঙ্গ = সারঙ্গ

বিশ্ব + ওষ্ঠ = বিশ্বোষ্ঠ;

গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়);

স্ব + ঈর = স্বৈর;

গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র

শুদ্ধ + ওদন (অন্ন) = শুদ্ধোদন;

অন্য + অন্য = অন্যান্য;

সীমন+ অন্ত = সীমন্ত (সিঁথি) (সীমান্ত নয়)

মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড;

প্র + এষণ = প্রেষণ;

রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ;

স্ব + ঈয় = স্বীয়।

POLL QUESTION-01

➲ কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না?

(a) বিশেষ্য

(b) বিশেষণ

(c) ক্রিয়া

(d) অব্যয়

সন্ধি

➲ ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

❖ বর্গের ১ম বর্ণ (ক, চ, ট, ত, প) এর পরে যে কোনো স্বরধ্বনি থাকলে উভয় মিলে যথাক্রমে বর্গের ৩য় বর্ণ (গ, জ, ড/ড়, দ, ব) হয় এবং সেই স্বরধ্বনি উচ্চারণে বজায় থাকে৷

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত [ক্ + অ = গ]

অচ্ + অন্তা = অজন্তা [চ্ + অ = জ]

ষট্ + আনন = ষড়ানন [ট্ + আ = জ/ড়া]

সৎ + উপায় = সদুপায় [ত্/ৎ + উ = দু]

সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত [প্ + অ = ব]

উদাহরণ : বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

সন্ধি

➲ স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

❑ স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা –

অ + ছ = চ্ছ	এক + ছত্র = একচ্ছত্র।
আ + ছ = চ্ছ	কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
ই + ছ = চ্ছ	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

উদাহরণ : মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি।

➲ ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

❑ ত্ ও দ্ – এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয় । যেমন –

ত্ + চ = চ্চ	সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা।
ত্ + ছ = চ্ছ	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়।
দ্ + ছ = চ্ছ	বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

উদাহরণ : উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

সন্ধি

- ত্ ও দ্ – এর পর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ – এ স্থানে জ্ হয়। যেমন –

ত্ + জ = জ্জ সৎ + জন = সজ্জন।

দ্ + জ = জ্জ বিপদ + জাল = বিপজ্জাল ।

ত্ + ঝ = জ্ঝ কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

উদাহরণ: উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

- ত্ ও দ্ এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্ –এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন –

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস।

এরূপ – উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লঙ্ঘন ইত্যাদি।

সন্ধি

- ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ তালব্য ধ্বনি (য > জ), ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কম্পনজাত দন্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা –

ক্ + দ = গ্ + দ	বাক্ + দান = বাগ্দান।
ট্ + য = ড্ + য	ষট্ + যন্ত্র = ষড়্যন্ত্র।
ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন।
ত্ + য = দ্ + য	উৎ + যোগ = উদ্যোগ।
ত্ + ব = দ্ + ব	উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।
ত্ + র = দ্ + র	তৎ + রূপ = তদ্রুপ।

উদহারণ : দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, সদ্গুরু, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

সন্ধি

❑ ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন –

ম্ + ক্ = ঙ + ক্ শম্ + কা = শঙ্কা।

ম্ + চ্ = ঞ + চ্ সম্ + চয় = সঞ্চয়।

ম্ + ত্ = ন্ + ত্ সম্ + তাপ = সন্তাপ।

উদাহরণ : কিম্ভূত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ন্যাস ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম্ – এর পর কণ্ঠ্য –বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার হয় (ং) হয়।

যেমন – সম্ + গত = সংগত, অহম্ + কার = অহংকার, সম্ + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংঘাত ইত্যাদি।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি

❑ কতকগুলো নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি।

আ + চর্য = আশ্চর্য

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলিপু

আ + পদ = আস্পদ

গো + পদ = গোষ্পদ

তৎ + কর = তস্কর

ষট্ + দশ = ষোড়শ

মনস্+ঈষা = মনীষা

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র

বন্ + পতি = বনস্পতি

পর্ + পর = পরস্পর

এক্ + দশ = একাদশ

বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী

পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ

❑ এছাড়াও বিশেষ নিয়মে সাধিত কতকগুলো সন্ধি রয়েছে।

উৎ + স্থান = উত্থান

সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি

পরি + কার = পরিষ্কার

উৎ + স্থাপন = উত্থাপন

সম্ + কার = সংস্কার

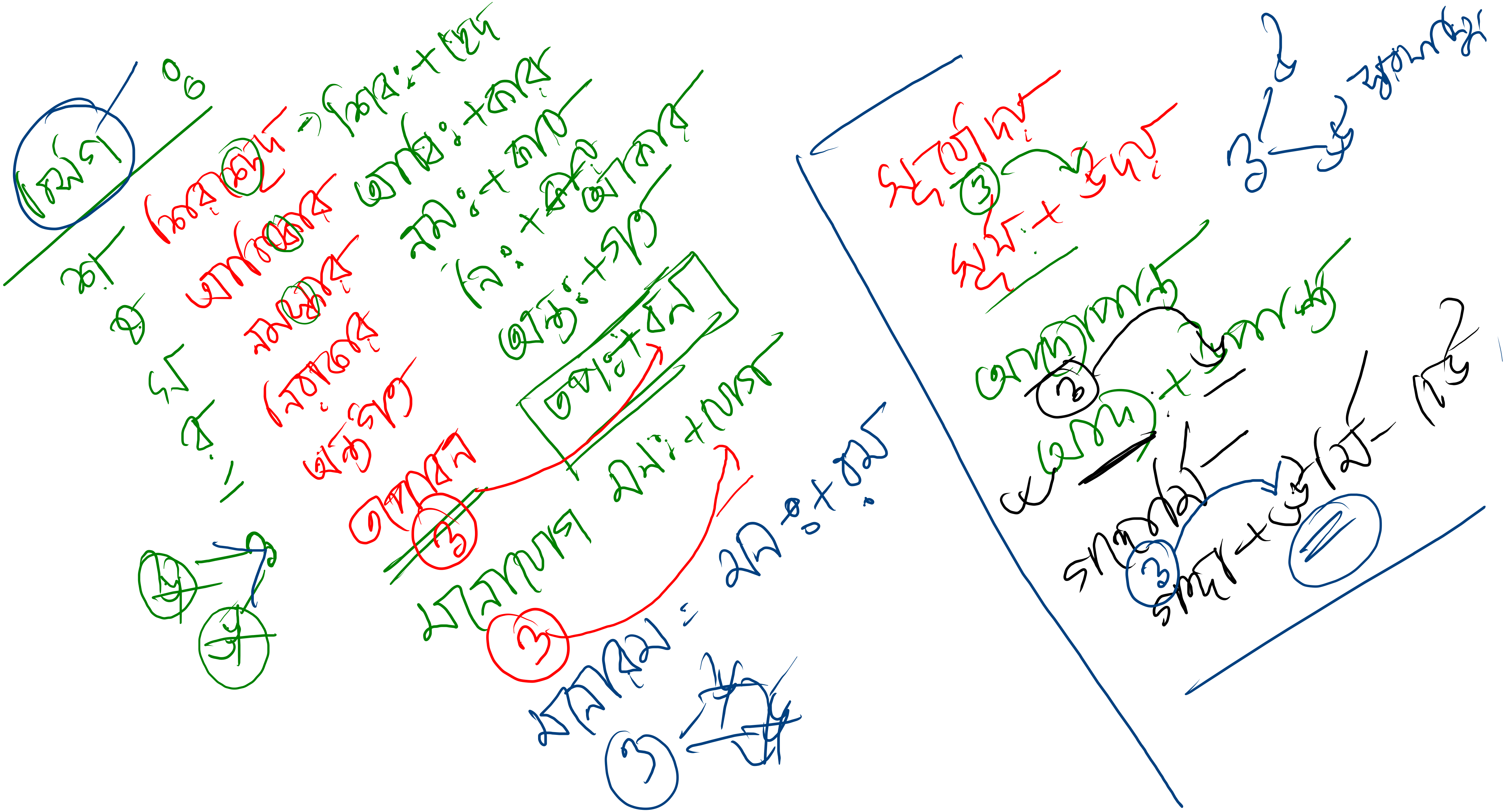

বিসর্গ সন্ধি

❖ **বিসর্গ সন্ধি ২ প্রকার । যথা-**

(i) র জাত – র এর স্থানে এই বিসর্গ হয়।

(ii) স জাত – স এর স্থানে এই বিসর্গ হয়।

লক্ষ্য করুন-

নমঃ + কার = নমস্কার

পুরঃ + কার = পুরস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

আবার,

দুঃ + বার = দুর্বার

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + অন্ত = দুরন্ত

বিসর্গ সন্ধি

❖ **বিসর্গসন্ধিতে বিসর্গের কয়েক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়:**

০১। বিসর্গ বিদ্যমান থাকে: মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, অধঃ + পতন = অধঃপতন, বয়ঃ + সন্ধি = বয়ঃসন্ধি

০২। বিসর্গ 'ও' হয়ে যায়: মনঃ + যোগ = মনোযোগ, তিরঃ + ধান = তিরোধান, তপঃ + বন = তপোবন

০৩। বিসর্গ 'র্' হয়ে যায়: নিঃ + আকার = নিরাকার, পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

০৪। বিসর্গ শ্/ষ্/স্ হয়: নিঃ + চয় = নিশ্চয়, দুঃ + কর = দুষ্কর, পুরঃ + কার = পুরস্কার

০৫। কিছু কিছু সন্ধিতে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়: নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস, নিঃ + রোগ = নীরোগ।

❑ **নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি**

আস্পদ = আঃ + পদ	হরিশ্চন্দ্র = হরিঃ + চন্দ্র	প্রাতঃকাল = প্রাতঃ + কাল
ভাস্কর = ভাঃ + কর	অহরহ = অহঃ + অহ	অহর্নিশ = অহঃ + নিশা
মনঃকষ্ট = মনঃ + কষ্ট	বাচস্পতি = বাচঃ + পতি	শিরঃপীড়া = শিরঃ + পীড়া

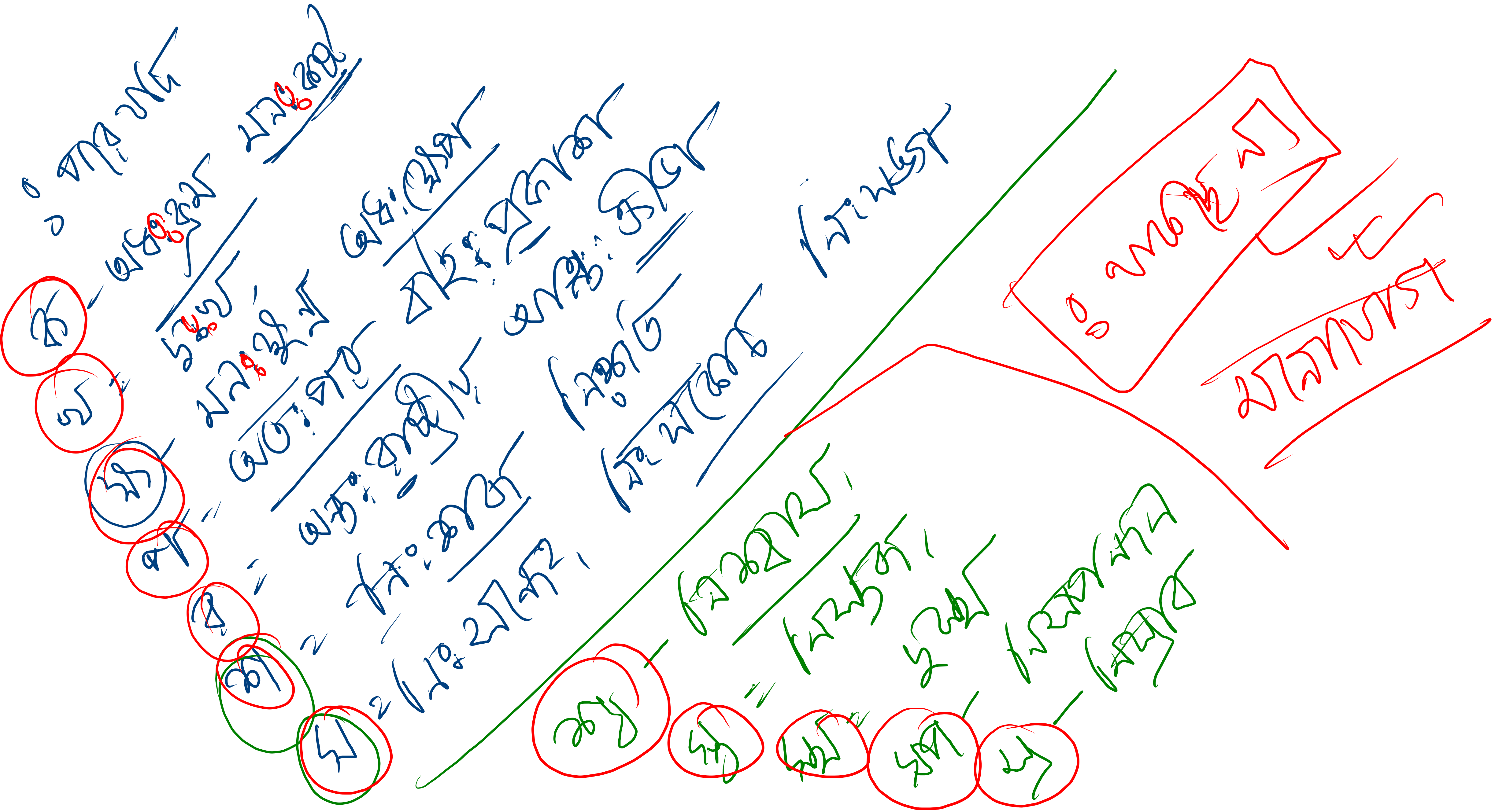

সন্ধি

❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিবিচ্ছেদ

অতএব = অতঃ+এব	আচ্ছাদন = আ+ছাদন	অধস্তন = অধঃ+তন	অদ্যাবধি = অদ্য+অবধি
অতীব = অতি+ইব	আধেক = আধ+এক	অন্বয় = অনু+অয়	অধোগতি = অধঃ+গতি
অত্যধিক = অতি+অধিক	উচ্চারণ = উৎ+চারণ	অপরাপর = অপর+অপর	অন্বেষণ = অনু+এষণ
অত্যুক্তি = অতি+উক্তি	উড্ডীয়মান = উৎ+ডীয়মান	অভ্যুদয় = অভি+উদয়	অভ্যুত্থান = অভি+উত্থান
অন্তর্গত = অন্তঃ+গত	কিঞ্চিৎ = কিম্+চিৎ	অহংকার = অহম্+কার	আদ্যপান্ত = আদি+উপান্ত
অন্বিত = অনু+ইত	কৃষ্টি = কৃষ্+তি	উদ্ধত = উৎ+হত	উচ্চারণ = উৎ+চারণ
অর্ধেক = অর্ধ+এক	চিন্ময় = চিৎ+ময়	উদ্যম = উৎ+দম	উদ্ভাসিত = উৎ+ভাসিত
অহরহ = অহঃ + অহ	জগজ্জীবন = জগৎ+জীবন	কিঞ্চিত = কিম্ + চিৎ	উন্নত = উৎ+নত
আশ্চর্য = আ+চর্য	জগদ্দল = জগৎ+দল	কিংবা = কিম্+বা	একোন = এক + ঊন
উত্তমর্ণ = উত্তম+ঋণ	জগন্ময় = জগৎ+ময়	কিন্নর = কিম্+নর	কথোপকথন = কথা+উপকথন
উত্থিত = উৎ+স্থিত	জলাশয় = জল+আশয়	চলচ্চিত্র = চলৎ+চিত্র	গত্যন্তর = গতি+অন্তর
উপর্যুক্ত = উপরি+উক্ত	জীবদ্দশা = জীবৎ+দশা	জগন্নাথ = জগৎ+নাথ	জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ+ময়

সন্ধি

উপর্যুপরি = উপরি+উপরি	জ্যোতির্বিদ = জ্যোতিঃ+বিদ	তৎপর = তদ্+পর	জগজ্জীবন = জগৎ+জীবন
ঐচ্ছিক = ইচ্ছা+ইক	জ্যোতির্ময় = জ্যোতিঃ+ময়	তস্কর = তৎ + কর	তন্বী = তনু + ঈ
ক্ষুন্নিবৃত্তি = ক্ষুধ+নিবৃত্তি	তজ্জন্য = তৎ+জন্য	তদ্ধিত = তদ্+হিত	তদ্ভব = তৎ+ভব
গৃহোর্ধ্ব = গৃহ+ঊর্ধ্ব	তদন্ত = তৎ+অন্ত	তদ্বিষয়ে = তৎ+বিষয়ে	দিকভ্রান্ত = দিক্+ভ্রান্ত
জলৌকা = জল+ওকা	তরুচ্ছায় = তরু+ছায়া	তপোবন = তপঃ+বন	দুরন্ত = দুঃ+অন্ত
নিরুপায় = নিঃ + উপায়	দিগ্বিজয় = দিক্+বিজয়	দিগ্নির্ণয় = দিক্+নির্ণয়	দুর্বার = দুঃ+বার
পৃথ্বীশ = পৃথিবী+ঈশ	দিগ্বিদিক = দিক্+বিদিক	পুনরপি = পুনঃ+অপি	দুষ্কর = দুঃ + কর
প্রত্যাবর্তন = প্রতি+আবর্তন	ধনুর্বিদ্যা = ধনুঃ+বিদ্যা	পুনরায় = পুনঃ+আয়	ধনুষ্টঙ্কার = ধনুঃ + টঙ্কার
প্রাণাধিক = প্রাণ+অধিক	নিষ্কলঙ্ক = নিঃ+কলঙ্ক	পুনরুক্ত = পুনঃ+উক্ত	নভস্তল = নভঃ+তল
বনৌষধি = বন+ওষধি	নিষ্প্রভ = নিঃ+প্রভ	বারংবার = বারম্+বার	নরোত্তম = নর+উত্তম

সন্ধি

বাঙময় = বাক্ + ময়	পবন = পো+অন	রসাভিষিক্ত = রস+অভিষিক্ত	নিঃসঙ্গ = নিঃ+সঙ্গ
মহৌষধি = মহা+ ওষধি	পশ্বাধম = পশু+অধম	শশাঙ্ক = শশ+অঙ্ক	নিরাকরণ = নিঃ+আকরণ
যদ্যপি = যদি+অপি	প্রত্যাশা = প্রতি+আশা	সন্নিহিত = সম্+নিহিত	নিষ্পন্ন = নিঃ+পন্ন
রমেশ = রমা+ঈশ	বাগীশ = বাক্+ঈশ	সন্ন্যাস = সম্+ন্যাস	নীরোগ = নিঃ+রোগ
রাজর্ষি = রাজা+ঋষি	মনোহর = মনঃ+হর	সম্রাট = সম্+রাট (ব্যতিক্রম)	সংলাপ = সম্+লাপ
সদানন্দ = সৎ+আনন্দ	মরূদ্যান = মরু+উদ্যান	সর্বংসহা = সর্বম্+সহা	সদ্যোজাত = সদ্যঃ+জাত
সদৈব = সদা+এব	সংশোধন = সম্+শোধন	স্বয়ংবরা = স্বয়ম্+বরা	সন্ধান = সম্+ধান
সর্বৈব = সর্ব+এব	সচ্চিদানন্দ = সৎ+চিৎ+আনন্দ	স্বৈরাচার = স্বৈর+আচার	সভ্যতালোক = সভ্যতা+আলোক
হিতাহিত = হিত+অহিত	সন্ত্রাস = সম্+ত্রাস	স্বচ্ছন্দে = সু+ছন্দে	সিক্ত = সিচ্+ত
হিতৈষী = হিত+এষী	সপ্তর্ষি = সপ্ত+ঋষি	হিংসা = হিম্+সা	স্বাধীন = স্ব+অধীন
সংবিধান = সম্ + বিধান	হিমাচল = হিম+অচল	সূর্যোদয় = সূর্য+উদয়	

POLL QUESTION-02

➲ 'মনস্তাপ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

(a) মনঃ + তাপ

(b) মন + তাপ

(c) মনস + তাপ

(d) মনো + তাপ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) গো + অক্ষ = গবাক্ষ (খ) পৌ + অক = পাবক
(গ) বি + অঙ্গ = বঙ্গ (ঘ) যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র

➢ 'দুরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) দুঃ + অবস্থা (খ) দূর + বস্থা (গ) দুর + বস্থা (ঘ) দুর + অবস্থা

➢ 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) সৎ + জাত (খ) সদ্যো + জাত (গ) সদ্যঃ + জাত (ঘ) সদ্য + জাত

➢ 'রবীন্দ্র'-এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) রবী + ইন্দ্র (খ) রবী + ঈন্দ্র (গ) রবি + ইন্দ্র (ঘ) রবি + ঈন্দ্র

➢ 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) দ্বীপ + আয়ন (খ) দ্বীপ + অয়ন (গ) দ্বিপ + অনট (ঘ) দ্বীপ + অনট

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

❑ ণ-ত্ব বিধান

- ❖ ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। ‘ট’ বর্গের মূর্ধন্য-ণ বর্ণ ট, ঠ, ড- এর সাথে যুক্ত হয়ে ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড গঠন করে। যেমন- **ণ+ ট=ণ্ট , ণ+ঠ=ণ্ঠ =** কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট।

- ❖ তৎসম শব্দে ঋ, র, ক্ষ, ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – ঋ = ঋণ, ঘৃণা; ঋ = অরণ্য; র-রেফ = আকীর্ণ; র-ফলা = আমন্ত্রণ; ষ = অন্বেষণ।

ন-ণ

তৎসম

ঋ, র, ষ - ণ

ঋণ, মরণ

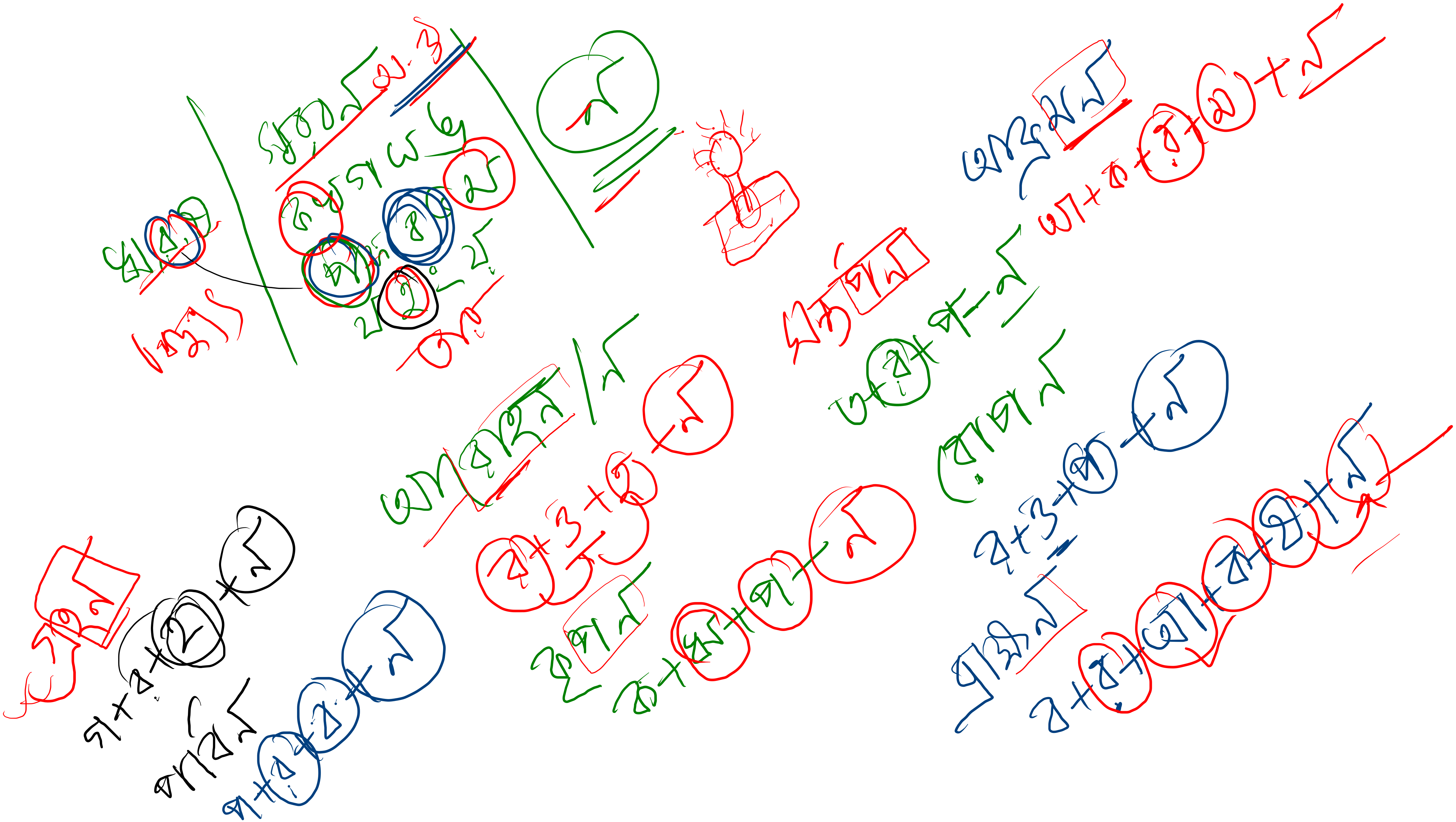

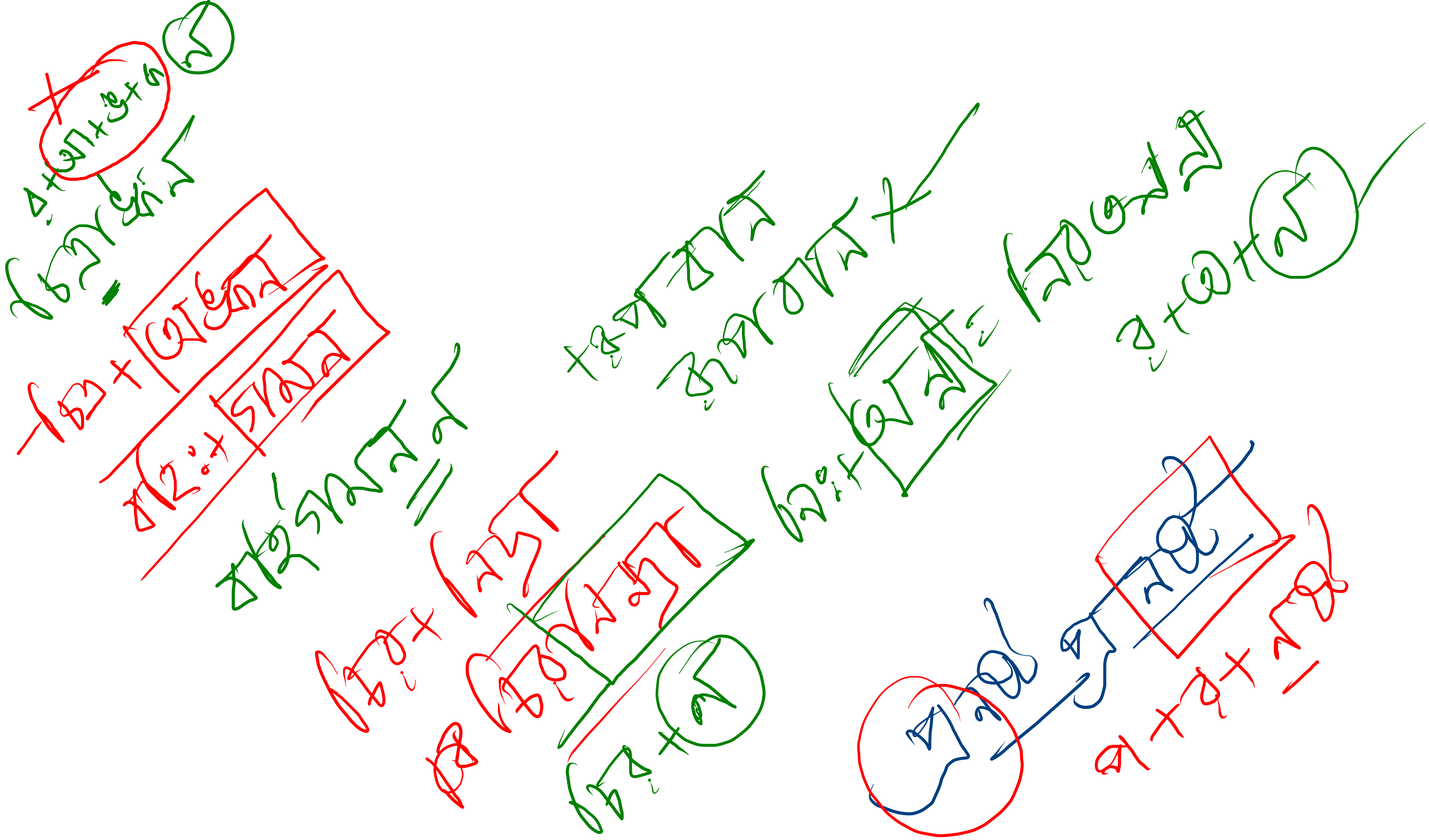

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

❖ আগে র, ষ এবং পরে স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়।
রণ (র+অ+ণ)-'র'-এর পরে স্বরবর্ণ 'অ'। হরিণ (হ+অ+র+ই+ণ)-'র'-এর পরে স্বরবর্ণ 'ই'।
পাষাণ (প+আ+ষ+আ+ণ)-'ষ'-এর পরে স্বরবর্ণ 'আ'।

❖ আগে ঋ, র, ষ এবং পরে ক, খ, গ, ঘ, ঙ থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – প্রাঙ্গণ, সর্বাঙ্গীণ ইত্যাদি।

❖ আগে ঋ, র, ষ এবং পরে প, ফ, ব, ভ, ম থাকলে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – অর্পণ, দর্পণ, শ্রবণ, কৃপণ, ভ্রমণ ইত্যাদি।

❖ প্র, পরি, নির্ এই তিন উপসর্গের পরে ণ-ত্ব বিধান অনুসারে দন্ত্য-ন স্থানে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন – প্রণাম, প্রণীত, প্রণিধান, পরিণতি, প্রণত, প্রণয়, প্রবাহিণী, পরিণয়, প্রয়াণ, প্রণয়ন, প্রবীণ, পরিণাম, প্রমাণ, প্রণিপাত, প্রণোদিত, পরিণত, নির্ণয়, নির্ণীয়।
ব্যতিক্রম: নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, অপরাহ্ন, পরিবহণ, পরিনির্বাণ।

❑ কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয় –

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

➢ **যেসকল শব্দে ‘ ণ ’ ব্যবহৃত হবে না**

❖ সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এরূপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন- ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস।

❖ ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কখনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।

❖ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কিছু সাধিত শব্দে ণ-ত্ব বিধান খাটে না। এ ধরনের তৎসম শব্দে দন্ত্য-ন হয় যেমন- অগ্রনেতা, অহর্নিশ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, চিরনিদ্রা, ত্রিনেত্র, দুর্নাম, দুর্নিবার, নিরন্ন, নির্গমন, নির্নিমেষ, নিষ্পন্ন, পরনিন্দা, পরান্ন, প্রনষ্ট, বহির্গমন, বীরাঙ্গনা, রূপবান, শ্রীমান, সর্বনাম, হরিনাম ইত্যাদি।

❖ বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন – ইরান, জাপান লন্ডন, বার্লিন, কোরআন, কর্নেল, ট্রেন, রানার, আয়রন, কেরানি, ট্রেনিং, বার্নার, ড্রেন, দরুন, বার্নিশ, সাইরেন, হর্ন ইত্যাদি।

❖ দেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন – ডানা, ডাইনি, টান, টনটন, ঠুনকো, ধুনচি ইত্যাদি।

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

❑ ষ-ত্ব বিধান

❖ তৎসম শব্দে ঋ বা ঋ-কারের পর বানানে সবসময় মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন – ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, বর্ষ, কৃষ্টি, বৃষ, বৃষ্টি। ব্যতিক্রম: কৃশ, কৃশতা, কৃশকায়।

❖ অ, আ ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ এবং ক, র-এই সব বর্ণের পরবর্তী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন – ঈষৎ, ঊষা, এষণা, বিষম, সুষমা, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুষিক, কোষ, রোষ ইত্যাদি।

❖ র-ধ্বনি রেফ-এর রূপ নিয়ে কোনো শব্দে ব্যবহৃত হলে রেফ সাধারণত 'স' এর উপর ব্যবহৃত না হয়ে 'ষ' এর উপর ব্যবহৃত হয়। যেমন – আকর্ষণ, ঈর্ষা, উৎকর্ষ, পর্ষদ, পার্ষদ, বর্ষ, বর্ষণ, বর্ষা, বর্ষী, বর্ষীয়, বর্ষীয়ান, বার্ষিক, বার্ষিকী, বিকর্ষণ, বিমর্ষ, মহর্ষি, মহাকর্ষ, মাধ্যাকর্ষণ, মুমূর্ষু, শীর্ষ, শীর্ষক, সংঘর্ষ, সপ্তর্ষি, হর্ষ ইত্যাদি।

❖ ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন – অধি, নি, অভি, পরি, প্রতি, বি (ই-কারান্ত) এবং অনু, পুর, সু, (উ-কারান্ত) উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন – অভিসেক > অভিষেক; প্রতিসেধক > প্রতিষেধক।

৩। এর হেতু বেশি

কোনটা নয়: — ৩/১৫

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

❖ ট বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে ষ যুক্ত হয়। যেমন – কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, পাপিষ্ঠ, কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, দৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

❖ সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন – কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাষ্পদেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, সুহৃদবরেষু।

❖ সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার (ইঃ) বা উ-কারের (উঃ)পর ক খ প ফ-এর যে কোনোটি থাকলে বিসর্গের স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। এই নিয়মে নিচের শব্দগুলোতে 'ষ' হয়েছে। যেমন – আবিষ্কার, জ্যোতিষ্ক, নিষ্কণ্টক, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কর, নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, নিষ্ক্রমণ, নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পত্র, নিষ্পন্ন, নিষ্পাপ, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রাণ, নিষ্ফল, বহিষ্কার, আয়ুষ্কাল, চতুষ্পদ, দুষ্কর, দুষ্কর্ম, দুষ্কার্য, দুষ্কৃতি, দুষ্ক্রিয়া, দুষ্পাচ্য, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি।

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

❖ বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই অনেক তৎসম শব্দে প্রথম থেকেই মূর্ধন্য-ষ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোকে নিত্য মূর্ধন্য-ষ বলা হয়। যেমন –

অভিলাষ	কর্ষিত	ষোড়শ	বিশেষ্য	ঔষধ	ভাষণ	মানুষ	পুরুষ
অষ্ট	কষায়	ষাট	ভূষণ	সরিষা	ভাষা	ষষ্টি	প্রদোষ
আভাষ	কাষ্ঠ	পোষণ	ভূষা	মুষ্টি	ভাষ্য	ষট	বিশেষ
আষাঢ়	ঘোষণা	দ্বেষ	মহিষ	কলুষ	শোষণ	ষণ্ড	বিশেষণ
পাষাণ	পাষণ্ড	হর্ষ	ষটচক্র	বাষ্প	ষড়যন্ত্র	ষাঁড়	তোষণ

➢ **যেসকল শব্দে ‘ ষ ’ ব্যবহৃত হবে না**

✓ সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য-স অপরিবর্তিত থাকে, সেখানে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন – অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি।

✓ সমাসের পরের পদে দন্ত্য-স অপরিবর্তিত থাকে, সেখানে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন – অনুসন্ধান, অভিসন্ধি, অসম, অসার, অসীম ইত্যাদি।

✓ কয়েকটি তৎসম শব্দে ‘র এবং ঋ’ বর্ণের পর তালব্য-শ ব্যবহৃত হয়। যেমন – কৃশ, দর্শন, দৃশ্য, স্পর্শ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে মূর্ধন্য-ষ হয় না।

POLL QUESTION-03

➲ নিপাতনে সিদ্ধ 'ষ' এর ব্যবহার হয়েছে কোনটিতে?

(a) মুমূর্ষু

(b) অনুষঙ্গ

(c) বর্ষণ

(d) ভূষণ

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

অন্ধকার	-	আঁধার, তমসা, তিমির, তমিস্র, তমঃ, আঁধিয়ার।
অন্ন	-	ভাত, ওদন, কাঞ্জিকা, আমানি, কুঞ্জল, তণ্ডুল।
অশ্রু	-	বিন্দু, ধারাপাত, মোচন, বর্ষণ, রোধ, নেত্রবারি।
চুল	-	অলক, কুন্তল, কেশ, চিকুর, কেশদাম, কবরী।
জল	-	অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সলিল, বারি, পয়ঃ, উদক, অপ্, তোয়, প্রানদ, ইরা, অম্ভ।
জ্যোৎস্না	-	কৌমুদী, চন্দ্রিমা, চন্দ্রকিরণ, জোছনা, চন্দ্রিকা, চাদিনী।
তীর	-	কূল, তট, সৈকত, কিনারা, পুলিন, বেলাভূমি, বালুকাবেলা, পাড়।
দিন	-	দিবস, দিবা, দিনমান, অহ্ন, অহঃ, অহন, বাসর, অষ্টপ্রহর।
দেহ	-	গাত্র, গা, তনু, শরীর, কায়, কায়া, কলেবর।
নদী	-	তটিনী, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবালিনী, গাঙ, সরিৎ, নির্ঝরিণী, মন্দাকিনী।
নর	-	পুরুষ, মানব, মানুষ, জন, মরদ, মর্দ, মদ্দা।
নারী	-	অবলা, কামিনী, মহিলা, স্ত্রীলোক, রমণী, অঙ্গনা, বণিতা, ললনা, কান্তা, জেনানা, বালা।
অশ্ব	-	তুরগ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, হয়, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক।

মেঘ

দ, ধর

বহ, বাহ

পানি

জলদ, জলধর — জল → জলধি, জলনিধি, জলেন্দ্র, জলেশ্বর, জলার্ণব

অম্বুধর, অম্বুবাহ, বাহ — অম্বু — অম্বুধি অম্বুনিধি - নীরাম্বু

তোয়ধর, তোয়দ — তোয় — তোয়ধি, তোয়নিধি

পয়োদ, পয়োধর — পয়ঃ — পয়োধি পয়োনিধি

উদক — উদধি

বারিদ, বারিবাহ — বারি — বারিধি, বারীশ, বারীন্দ্র, বারিনিধি

নীরধর, নীরদ — নীর — নীরধি, নীরনিধি

অম্ভ — অম্ভোধি, অম্ভোনিধি

সাগর

ধি, নিধি, ঈশ, অর্ণব, ইন্দ্র, ঈশ্বর

রূপ — রূপ

নিজ → নিজগতি, নিজস্বার্থ, নিজ নিজের

কুশলী — কুশলী কুশলীকৃত

সুধা — স্থল সুধাংশু সুধাকর সুধাময়ী

আশা — আশাবাদ আশাতীত

দিক → দিগন্ত — কলাবিদ্যা

কলাবিদ, কলাবৃত্ত, কলাবৈদ্য

কলা — কলাবিদ, দিগন্ত

দিক — আন্ত → দিগন্ত

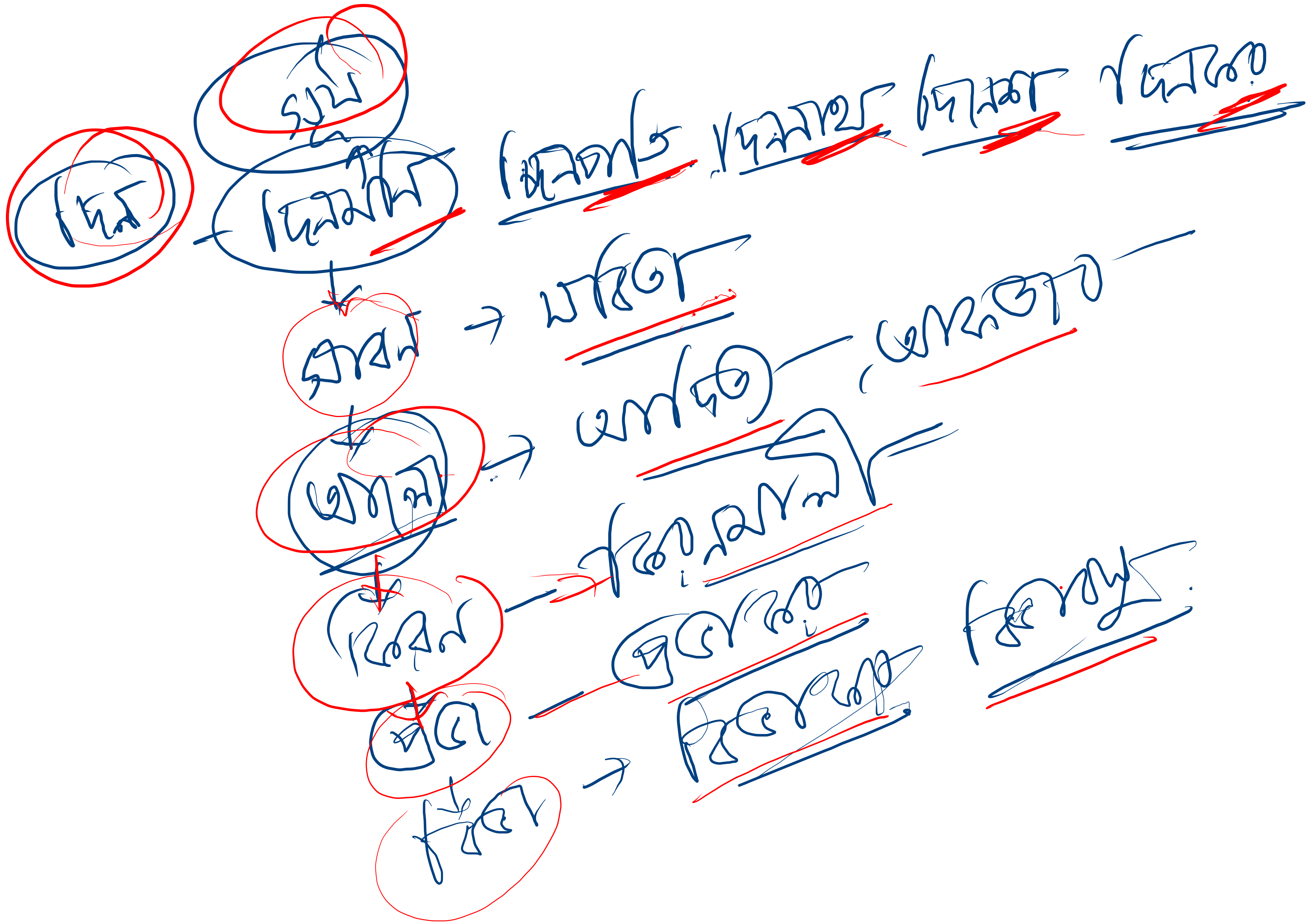
দিন
সূর্য
দিনমণি
দিনপতি
দিননাথ
দিনেশ
কিরণ
আলো
রশ্মি

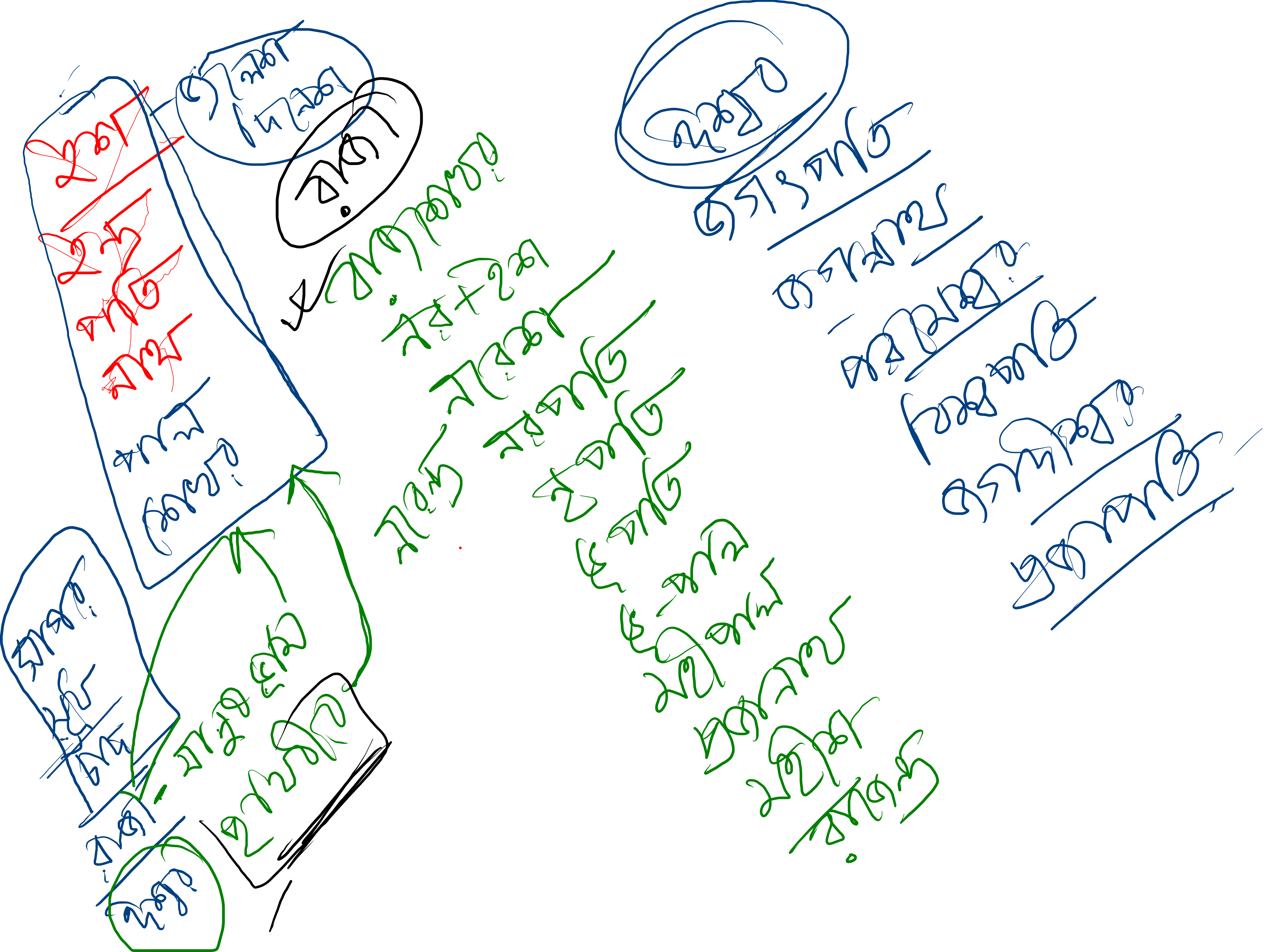

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

আকাশ - অম্বর, গগন, নভঃ, ব্যোম, নভোমণ্ডল, অন্তরীক্ষ, শূন্য, ছায়ালোক, দ্যু, আসমান, বিমান, অভ্র।

আগুন - অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, হুতাশ, বিভাবসু, দহন, হোমাগ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, সর্বভূক, শিখা, হুতভুক, শুচি, পিঙ্গল।

আলো - কর, অংশু, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, উদ্ভাস, আভা, বিভা, দ্যুতি, ভাতি, উজ্জ্বল্য, জেল্লা, জৌলুস, প্রদীপ্ত, চাকচিক্য, রওশন, নুর, আলোক, রশ্মি, কিরণ।

ইচ্ছা - আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, বাসনা, অভিলাষ, সাধ, অভিরুচি, স্পৃহা, কামনা, প্রবৃত্তি, লালসা।

ইলা - পৃথিবী, সরস্বতী, জল, ধেনু, রাণী, বরবধূ।

ঈশ্বর - আল্লাহ্, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, জগৎপতি, জগদ্বন্ধু, জগন্নাথ, পরমেশ্বর, বিশ্বপতি, পরমাত্মা, ঈশ, প্রজাপতি, বিভু, বিধি।

ঊর্মি - কল্লোল, হিল্লোল, ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি, লহরী।

ঊষর - অনুর্বর, ক্ষার, নোনতা।

ঋজু - সোজা, অকপট, সরল, অবক্র, সহজ।

বৃক্ষ - অটবী, বিটপী, গাছ, পল্লবী, তরু, দ্রুম, শাখী, পাদপ, মহীরুহ, উদ্ভিদ, পর্ণী।

মেঘ - ঘন, বারিদ, জলদ, জলধর, জীমূত, অম্বুদ, তোয়দ, পয়োধর, নীরদ, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর, অভ্র, কাদম্বিনী।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

মৃত্যু	-	ইন্তেকাল, ইহলীলা, সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্নাতবাসী হওয়া, দেহত্যাগ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তর গমন, স্বর্গলাভ, বিনাশ, নিধন, মহাপ্রস্থান।
ময়ূর	-	কেকা, শিখণ্ডী, শিখী, কলাপী, বর্হী, বর্হিন।
যুদ্ধ	-	সমর, আহব, রণ, সংগ্রাম, লড়াই, বিগ্রহ, জঙ্গ, দ্বন্দ্ব।
রাত	-	অমানিশা, নিশি, রাত্র, রজনী, যামিনী, শর্বরী, বিভাবরী, নিশীথিনী, ক্ষণদা, ত্রিযামা, নিশা।
রাজা	-	নৃপতি, নরপতি, ভূপতি, নরেশ, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, নরেন্দ্র, ক্ষিতীশ, অধিপতি, প্রজানাথ, মহীশ, রাজেন্দ্র, রাজশেখর।
শত্রু	-	অরি, বৈরী, রিপু, অরাতি, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, দুশমন, বিদ্বেষী।
পাখি	-	বিহঙ্গ, বিহগ, খেচর, পক্ষী, খগ, শকুন্ত, বিহঙ্গম, দ্বিজ, চিড়িয়া।
পর্বত	-	অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল, শৃঙ্গী, শিখরী, মহীধর, শৃঙ্গধর, মহেন্দ্র।
পৃথিবী	-	অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী, বসুমতী, অখিল, ভূলোক, ঊর্ধ্ব, ক্ষিতি, ভূমণ্ডল, মর্ত্য, ভুবন।
পদ্ম	-	পঙ্কজ, সরোজ, সরসিজ, কমল, নলিন, উৎপল, শতদল, কুবলয়, তামরস, অরবিন্দ, সরোরুহ, ইন্দীবর, কোবনদ, কুমুদ, পুষ্কর, রাজীব, কৈরব, নীরজ।
পুত্র	-	ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত, দুলাল, আত্মজ, অঙ্গজ, সূনু, দারক।

সমার্থক বা প্রতিশব্দ

বাতাস	-	বায়ু, হাওয়া, পবন, সমীর, সমীরণ, অনিল, মরুৎ, প্রভঞ্জন, বাত।
বিদ্যুৎ	-	তড়িৎ, চপলা, অশনি, ক্ষণপ্রভা, অনুপ্রভা, সৌদামিনী, দামিনী, বিজলি, শম্পা, চঞ্চলা, চপলা।
কাক	-	অলিভুক, কানুক, বায়স, পরভৃৎ।
কোকিল	-	পরভৃত, পিক, অন্যপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, বসন্তদূত, মধুসখা, মধুস্বর।
কন্যা	-	মেয়ে, নন্দিনী, তনয়া, দুহিতা, আত্মজা, দুলালী, পুত্রী, কুমারী, কনে, ঝি, স্বজা, তনুকা, ঝিয়ারি।
চোখ	-	অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন, আঁখি, দৃক, ঈক্ষণ, দৃষ্টি।
চাঁদ	-	চন্দ্র, নিশাকর, বিধু, শশধর, শশাঙ্ক,সুধাংশু, হিমাংশু, সুধাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, ইন্দু, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, কলাধর, কলাভৃৎ, মৃগাঙ্ক, রজনীকান্ত, রাকেশ, কলানিধি।
সমুদ্র	-	অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বারিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু, নীলাম্বু, অম্বুধি, পায়োধি, বারীশ, পয়োনিধি, বারীন্দ্র, অম্বুনিধি, উদধি।
সূর্য	-	আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্তণ্ড, রবি, সবিতা, অর্ক, মিহির, পুষা, বিবস্বান, সূর, দিনপতি, বালার্ক, প্রভাকর, অরুণ, দিনমণি, কিরণমালী।

POLL QUESTION-04

✪ 'রাজীব' শব্দগুচ্ছ নির্দেশ করে-

(a) রামা, বাম, ধামা, কামিনী

(b) পঙ্কজ, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ

(c) ঘন, বারিদ, জলধর, তরল

(d) ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপল, তরঙ্গিনী

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ **'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) পান-ব্যবসায়ী (খ) পর্ণকার (গ) তামসিক (ঘ) বারুই

➢ **নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়?** [৪৪তম বিসিএস]

(ক) বহ্নি (খ) আবীর (গ) বায়ুসখা (ঘ) বৈশ্বানর

➢ **'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) স্রোত (খ) ভেড়া (গ) একত্র (ঘ) ভাসা

➢ **'উদ্বাসন' শব্দের অর্থ কী?** [৪২তম বিসিএস]

(ক) বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া (খ) বাসভূমির সম্মুখস্থ ভূমি

(গ) অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা (ঘ) বিকাশ

➢ **'ঊর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বুঝায়-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) টিকটিকি (খ) তেলাপোকা (গ) উইপোকা (ঘ) মাকড়সা

➢ **'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী?** [৪০তম বিসিএস]

(ক) বিরামহীন (খ) বালিশ (গ) চলন (ঘ) সুন্দর

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) তামসিক (খ) বারুই (গ) পান-ব্যবসায়ী (ঘ) পর্ণকার

➢ 'আগুন'- এর সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) ভাতি (খ) অনল (গ) অংশু (ঘ) জ্যোতি

➢ 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) অর্ণব (খ) অর্ক (গ) প্রসূন (ঘ) পল্লব

➢ 'সমভিব্যাহারে' শব্দটির অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) একাগ্রতায় (খ) সমান ব্যবহারে (গ) সম ভাবনায় (ঘ) একযোগে

➢ 'প্রকর্ষ' শব্দের সমার্থক শব্দ– [৩৬তম বিসিএস]

(ক) উৎকর্ষতা (খ) অপকর্ষ (গ) উৎকর্ষ (ঘ) অপকর্ষতা

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy